প্রধানমন্ত্রী
ধনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৫ মার্চ বাংলাল জাতির জীবনে সরবরাহ দিয়েছি। ১৯৭১ সালের এ দিন বাংলাদেশে সংঘটিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম ভাবায় ও নিভুলতম গণহত্যাওয়ারের একটি।

গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আমি গভীর শ্রদ্ধা সম্প্রতি সর্বজনের সর্বগ্রহণের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত মৃত্যুদণ্ড পদ্ধতি চুক্তির প্রতিবেদন এবং নির্দোষ মৃত্যুদণ্ড প্রাপকের ক্ষেত্রে অপরাধকর্তাদের অদ্যাবধি প্রতি প্রচেষ্টা প্রদর্শন করাতে অনুরূপ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাল জাতির দীর্ঘ ২৫ বছর পাকিস্তান শাসকদের নিপীড়ন এবং বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচন জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯ আসনের মধ্যে ২৫ আসন পেয়ে নিরদৃশ সংঘবিদ্ধতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা হতাশা অনুভূতি করিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের সর্বাত্মক আদালতের ডাক দিয়ে যোগাযোগ করেন, “এসবের সাংস্কৃতিক আদালতের মুক্তির সাধনার সাধারণ সমগ্র নয়। এটি অন্য সময় আমাদের বাংলার সাধারণ সমগ্র নয়। এটি সাংস্কৃতিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আসে নেই। সমাবল্লিখন করা হয় ২ লাখ মা-বাবাদের। লাঞ্চ লাঞ্চ পৃথিবীর অদ্যাবধি এবং লুটা খেয়ে পায়া ২৫০০০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃথিবীর অদ্যাবধি এবং লুটা খেয়ে পায়া ২৫০০০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদন প্রদর্শন করা হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার ২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালন করার তফরিক রচনা করে। ২০১৭ সালের ১১ মার্চ মহান জাতীয় সংসদে এ দিনটি গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রতিবেদন প্রদত্ত হয় এবং ২০ মার্চ মজিতের জন্য ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রতি প্রদত্ত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যুদ্ধার্থীদের বিভাগের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (আইআইএল৩) আইন-১৯৭৩ প্রাক্টিকাল করেন। সেই আইনের আওয়ামী অনুষ্ঠিত নির্দেশনার শাসন রাখা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে জিজিয়ার প্রমাণের অপবাহন করার জন্য এসে যুদ্ধার্থীদের বিচার করা করে নেয় এবং তাদের মুক্তি দেয়। চিত্রগুলোর রাখা ক্ষতি অধিকার করা হয়। পরবর্তীকালে বালেন্ডা জিজিয়া গণহত্যার নোবালিন নিরামায়ণ-উদ্ধার জাতীয় পত্তা দেয় নেয়।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুদ্ধার্থীদের বিচার করা পরিচালনা করে অসম্ভব।

কেঁতে কিউকের রায় করে পালিত করা হয়। যুদ্ধার্থীদের বিচার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক ক্ষমতার আধার বাংলাদেশের আদালতে আসা উদ্দাঘ হয়।

২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালন করা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের শ্রদ্ধা চিহ্নিত অপরাধ প্রাক্কালে সহায়তা করার প্রতি প্রতিক্রিয়া করা হয়।

আলিউম মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উদ্দোলন হয় আমরা ঐতিহ্যবাহী গণহত্যার পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যামূলক ও সূর্যী-সম্যুক্ত ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়।

আমি গণহত্যা দিবস-২০২০ উপলক্ষে গৃহীত সকলকর্মকার সহায়তা করা হয়।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিত্র্যুষী চোকার।

শেখ হাসিনা